নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

Web-site : www.ecs.gov.bd

ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধনের কাজ শুরু হচ্ছে। তিন পর্যায়ে সারাদেশে হালনাগাদ কার্যক্রম চলবে।

১ম পর্যায় ১৫-২৪ মে, ২য় পর্যায় ১৫-২৪ জুন এবং ৩য় পর্যায় ০১-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

তথ্যসংগ্রহকারীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার হওয়ার যোগ্যদের তথ্য সংগ্রহ করবেন।

হালনাগাদের সময় যাঁরা ভোটার হতে পারবেন ঃ

০১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ যাদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হবে অর্থাৎ যাঁদের জন্ম ০১ জানুয়ারি ১৯৯৭ বা এর আগে এবং যাঁরা ভোটার হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইতিপূর্বে ভোটার হতে পারেননি তাঁদেরকে এবার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে।

মৃত ভোটারের নাম কর্তনঃ

হালনাগাদের সময় মৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা হতে কর্তন করা হচ্ছে।

সতর্কতা ঃ

১৮ বছরের কম বয়সে, একটির বেশি ঠিকানায়, একবারের বেশি বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভোটার হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর শাস্তি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। কাউকে ভোটার করার পূর্বে তিনি এর আগে ভোটার হয়েছে কিনা তা সনাক্তের জন্য তাঁর আঙুলের ছাপ (AFIS) ভোটার ডাটাবেইজ এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। একাধিকবার বা একাধিক ঠিকানায় ভোটার হওয়ার জন্য তথ্য প্রদান করা হলেই তা নির্বাচন কমিশনের ভোটার ডাটাবেইজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। যারা এটি করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কখন তথ্য সংগ্রহ করা হবে ঃ

কখন কোন এলাকায় হালনাগাদের কাজ চলবে তা সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাইকিং করে প্রচার করা হবে। সময়সূচী নির্বাচন কমিশনের ওয়েব-সাইট www.ecs.gov.bd হতে জানা যাবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে ফোন করে জানা যাবে। অফিস চলাকালে নিম্নোক্ত ফোন নম্বরসমূহে ফোন করেও ভোটার তালিকা হালনাগাদের তথ্যাদি জানা যাবেঃ

ফোন নম্বর সমূহঃ ০১৯১১৪৮৭৯০২ ০১৭১৫৬২৬৬১৭ ০১৫৫৭৭৫৭৯৫৬ ০১৭১৭৭২২৭১০

জাতীয় পরিচয়পত্র হারিয়ে যাওয়া, সংশোধন, ঠিকানা স্থানান্তরের জন্য করণীয় ঃ

- কারও জাতীয় পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে নতুন করে ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে এ বিষয়ে থানায় জিডি করে জিডির কপিসহ নতুন কার্ডের জন্য নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে আবেদন করতে হবে।
- ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ভুল থাকলে তা নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে সংশোধন করা যাবে।
- কেউ যদি আবাসস্থল পরিবর্তন করেন তাহলে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে।
- ইতিপূর্বে যারা ভোটার হওয়ার জন্য ছবি তুলেছেন কিন্তু এখনো জাতীয় পরিচয়পত্র পাননি তাঁরা সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিস হতে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

একবার ভোটার হয়ে থাকলে তাঁর আর নতুন করে ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মনে রাখতে হবে ঃ

কেউ যদি ১৮ বছর না হওয়া সত্ত্বেও বয়স বাড়িয়ে ভোটার হন তাহলে তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্রেও ভুল জন্ম তারিখ থাকবে। পরীক্ষার সনদপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদির সাথে জন্ম তারিখের গরমিলের কারণে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

সঠিক তথ্য দিয়ে ভোটার হোন, ভোটার তালিকা হালনাগাদে সহায়তা করুন।